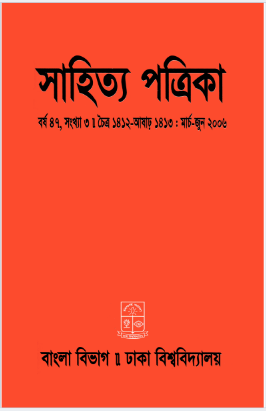

Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দ্বিতীয়ভাষা শিক্ষায় ভাষাবিজড়নের ভূমিকা

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফিরোজা ইয়াসমীন
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.4
Pages	৬৪-৭৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

দ্বিতীয়ভাষা শিক্ষায় ভাষাবিজড়নের ভূমিকা

ড. ফিরোজা ইয়াসমীন*

প্রথম ভাষা অর্জনের পর মানুষ যে ভাষা শেখে সাধারণভাবে সে ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠে। দ্বিতীয় ভাষা জ্ঞান মানুষকে অনেকক্ষেত্রেই জীবনে সাফল্য অর্জনে সহযোগিতা করে থাকে। দ্বিতীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম (curriculum)-এ দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষাদান কার্যক্রমকে কার্যকর ও সফল করার জন্যে প্রথাগত পদ্ধতি (Traditional Method), প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct Method), শ্রবণ-উচ্চারণ পদ্ধতি (Audiolingual Method), ভাব বিনিময়ের ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি (Communicative Language Teaching Method) ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সম্প্রতি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারণার সংযোজন ঘটেছে, যা "ভাষাবিজড়ন" বা "Immersion" নামে পরিচিত। দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের এ নতুন ধারণা "ভাষাবিজড়ন" এবং বাংলাদেশে ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীর সম্ভাবনা আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভাষাবিজড়ন : সংজ্ঞা

ইংরেজি 'Immersion' শব্দটি একটি বিশেষ্যবাচক শব্দ। ইংরেজি ক্রিয়াবাচক শব্দ 'Immerse' এর সঙ্গে '-sion' অন্ত্য প্রত্যয় (suffix) যুক্ত হয়ে 'Immersion' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'Immerse' শব্দের অর্থ চোবান, ডোবান; খ্রিষ্ট ধর্মানুসারে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে দীক্ষিত করা; গভীরভাবে ব্যাপৃত বা বিজড়িত করা। অন্যদিকে 'Immersion' শব্দটি 'Immerse' এর সকল অর্থে, এবং (প্রতিমাদি) বিসর্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, 'Immerse' শব্দটি লাতিন 'mergere' শব্দের সঙ্গে 'im' আদি প্রত্যয় (prefix) যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে। Mergere শব্দের অর্থ ডোবান বা ডোবা।[১] ভাষাবিজ্ঞানে 'Immersion' শব্দটি ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষ ধারণা ব্যাখ্যর জন্যে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত 'Immersion' এক ধরনের দ্বিভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় (গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ, দর্শন ইত্যাদি) শিক্ষা দেয়া হয়। 'Immersion' এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বিষয় দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে দ্বিতীয় ভাষায় দক্ষ করে তোলা। দ্বিভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা বা দ্বিভাষী শিক্ষা (Bilingual Education) হচ্ছে এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে দু'টি ভাষা ব্যবহার করা হয়। দ্বিভাষী শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যসূচিভুক্ত (Syllabus) বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়। লক্ষণীয় যে, এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষাও পরিচর্যা করা হয়, সেই সঙ্গে সার্বিক জ্ঞান অর্জনের বিষয়ও নিশ্চিত করা হয়।[২] অর্থাৎ দ্বিভাষী শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি লক্ষকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়—

১. শিক্ষাদান করা
২. প্রথম ভাষা শিক্ষাদান করা
৩. দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদান করা

এ শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা গড়ে তোলার জন্যই পাঠক্রমভুক্ত বিভিন্ন বিষয় দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। 'Immersion' এর প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যায় এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমান প্রবন্ধে 'Immersion' শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'ভাষাবিজড়ন' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ডেভিড ক্রিস্টাল (David Crystal) ভাষাবিজড়ন সম্পর্কে বলেছেন, ভাষাবিজড়ন হচ্ছে একটি দ্বিভাষিক (Bilingual) শিক্ষা কর্মসূচী। ভাষাবিজড়নে শিশুরা তাদের প্রথম ভাষা নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোনো বিদেশি ভাষা ব্যবহার করা হয়।[৩] বস্তুত 'Immersion Programme' বা ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী হচ্ছে দ্বিভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা বা 'Bilingual Education' এর একটি রূপ। শিশুরা সাধারণত জন্মের পর প্রথম ভাষা হিসেবে একটি ভাষা শেখে। প্রত্যেক শিশু তার প্রথম ভাষার মৌখিক রূপ (spoken form) নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিশুর প্রথম ভাষা ব্যবহার না করে যদি কোন দ্বিতীয় ভাষা সকল শিক্ষার্থীর জন্যে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন সে শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'Immersion Programme' হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন, কানাডাতে অনেক বিদ্যালয়ে ফরাসিভাষা (French) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রথম ভাষা হচ্ছে ইংরেজিভাষা।[৪] জেনিসি (Genesse)-র মতে, ভাষাবিজড়ন এমন এক ধরনের দ্বিভাষিক শিক্ষা (Bilingual Education) যেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থী তাদের প্রথম ভাষার মৌখিকরূপ ব্যবহার করতে পারে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষা আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং একই সঙ্গে কোনো দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৫]

ভাষাবিজড়ন কর্মসূচি বা 'Immersion Programme'-এ শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের মাতৃভাষায় সকল কথোপকথন চালায়, কিন্তু শিক্ষক দ্বিতীয় ভাষার

মাধ্যমে কথোপকথনে অংশ নেন ক্রমান্বয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ভাষায় অভ্যস্ত তথা পারদর্শী হতে শুরু করে। ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীতে শিক্ষককে দ্বিভাষী (Bilingual) হতে হয়, যিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষায় সমান দক্ষ।[৬] ভাষাবিজড়ন এক ধরনের দ্বিভাষী শিক্ষা হলেও ভাষাবিজড়নের নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। ১৯৯৭ সালে সোয়েন (Swain) এবং জনসন (Johnson) কানাডীয় ভাষাবিজড়ন পাঠক্রম (Canadian Immersion Curriculum)-এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেছেন :

১. ভাষাবিজড়নের পাঠক্রম স্থানীয় প্রথমভাষার সঙ্গে সমান্তরালভাবে সম্পর্কযুক্ত
২. প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে প্রথমভাষাকে সমর্থন দেয়া হয়
৩. শ্রেণীকক্ষে প্রথমভাষা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি (Culture)-র যত্ন নেয়া হয়
৪. শিক্ষার্থীরা সম পর্যায় ও সীমিত দ্বিতীয় ভাষা দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে
৫. দ্বিতীয় ভাষা জ্ঞানের চর্চা মূলত শ্রেণীকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে
৬. দ্বিভাষী (Biligual) শিক্ষকগণ শিক্ষাদান করেন
৭. শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে দ্বিভাষী হিসেবে গড়ে তোলা।[৭]

ভাষাবিজড়ন শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষা অর্জন ও উন্নয়নে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে একইসঙ্গে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার উন্নয়ন সাধন করে। কিন্তু যদি কোনো কারণে শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষা ব্যবহারের যথাযথ সুযোগ সমাজে বিদ্যমান না থাকে; তবে সেক্ষেত্রে প্রথম ভাষা অর্জন ও উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে।[৮] যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিদ্যালয়ে সে দেশে প্রবাসী বাঙালি শিশুদেরকে ইংরেজিভাষা শেখানোর জন্যে ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী চালু করা হলে শিক্ষার্থীদের প্রথমভাষার যথাযথ অর্জন ও বিকাশ ব্যাহত হতে পারে কেননা, বাঙালি শিশুরা সেদেশে তাদের প্রথম ভাষা তথা বাংলা ভাষার যথাযথ অর্জন ও বিকাশের জন্য সমাজের সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারে না।

ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীর প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষা শেখার জন্য সরাসরি দ্বিতীয় ভাষার সকল দক্ষতা (Skill) অর্জনে শিক্ষাদান করা হয় না। ভাষাবিজড়নে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদেরকে দ্বিতীয় ভাষায় প্রবেশ করানো হয়। ভাষার 'শোনা' (Listening) এ দক্ষতা দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে দ্বিতীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। লক্ষণীয় যে, ভাষাবিজড়নে মানুষের প্রথম ভাষা অর্জনের কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশু প্রথমে ভাষা শোনে। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে সে ভাষার অন্যান্য দক্ষতা (বলা, পড়া, লেখা) অর্জন করতে থাকে।

ভাষাবিজড়ন: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৭২ সালে লেমবার্ট (Lambert) এবং টাকার (Tucker) ভাষাবিজড়ন বা 'Immersion' এই পরিভাষাটি দ্বিভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা নির্দেশার্থে সর্বপ্রথম ব্যবহার

করেন [৯] এ পরিভাষাটি বিশ শতকের প্রথমার্ধে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতো। সে সময়ে বিষয় হিসেবে দ্বিতীয় ভাষা শেখা অর্থে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতো। এ ধরনের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষায় সারাদিনে বিরতিহীনভাবে কয়েক ঘন্টা দ্বিতীয় ভাষা শেখানো হয় এবং এভাবে কয়েক সপ্তাহ দ্বিতীয় ভাষা শেখানো হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন ভাষা শিক্ষাদান বিদ্যালয় (Private Language Schools)- এর প্রচারণার জন্য এখনো দ্বিতীয় ভাষা শেখানো প্রসঙ্গে 'Immersion' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও 'Immersion' পরিভাষাটির আরো এক ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ভাষা শিক্ষার্থীরা যখন লক্ষ ভাষায় (Target Language) এবং লক্ষভাষার সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে তখন সে পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য 'Immersion' বা 'Immerse' পরিভাষার বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কিন্তু শিক্ষামূলক ভাষাবিজ্ঞানে (Educational Linguistics) বিশেষ ধরনের দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থে 'Immersion' পরিভাষাটি লেমবার্ট এবং টাকারই প্রথম ব্যবহার করেন।[১০]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাষাবিজড়নে দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের (Curriculum) অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে পাঠ্য বিষয় শিক্ষাদানের ইতিহাস সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। সি. জার্মেইন (C. Germain) উল্লেখ করেছেন যে, ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আক্কাদিয়ানভাষীরা (Spearkers of Akkadian) অনুলেখক হওয়ার জন্যে সুমেরীয় ভাষা (Sumerian) এবং কিউনিফরম লিখন পদ্ধতি (Cuniform Method of Writing) শিখতে আগ্রহী ছিল। এজন্য তারা ধর্মতত্ত্ব (Theology) উদ্ভিদবিজ্ঞান (Botany), প্রাণীবিদ্যা (Ziology), গণিত (Mathematics) এবং ভূগোল (Geography) সুমেরীয় (Sumerian) ভাষার মাধ্যমে শিখতো। শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অনেক অংশেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিশেষত লেখার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিতীয় ভাষার লৈখিকরূপ ব্যবহৃত হতো। যেমন, পশ্চিম ইউরোপে কয়েক শত বছর পূর্বেও লাতিন ভাষা ব্যবহৃত হতো, বর্তমানে মুসলিম দেশসমূহে ধ্রুপদী আরবি (Classic Arabic) ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমা উপনিবেশিকতার কারণেও অনেক দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বা বিদেশি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি, ফরাসি, ডাচ, পর্তুগীজ এবং স্প্যানিশভাষা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

দ্বিভাষিক শিক্ষা হিসেবে ভাষাবিজড়নের উদ্ভব কানাডায়। ভাষাবিজড়ন উদ্ভবে অভিভাবকদের সচেতনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কানাডা অত্যন্ত বিরল একটি দ্বিভষিক অবস্থায় অবস্থান করছে। কানাডার জনগণ সরকারিভাবে দু'টি পৃথক ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এ দু'টি ভাষাগোষ্ঠী পৃথিবীর দুটি শক্তিশালী ভাষা ব্যবহার করছে। একটি ইংরেজি ভাষা, অপরটি ফরাসি ভাষা। কানাডাতে এ দু'টি ভাষার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা বিরাজমান।[১২] এ প্রতিযোগিতার প্রত্যক্ষ পরিণতি হিসেবেই ভাষাশিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 'ভাষাবিজড়ন' ধারণার সংযোজন।

বিশ শতকের ষাটের দশকে কানাডার কুইবেকে নতুন এক ধরনের দ্বিভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী (Bilingual Education Programme) প্রচলিত হয়, যা ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী (Immersion Programme) নামে পরিচিত। ভাষাবিজড়ন শিক্ষাকার্যে অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করে। উল্লেখ্য যে, কানাডার ইংরেজিভাষী সংখ্যালঘু ভাষা সম্প্রদায়ের কাছ হতে এ ধরনের দ্বিভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইংরেজিভাষী ভাষা সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা ছিল তাদের সন্তানদেরকে ফরাসি ভাষায় যথাযথভাবে দক্ষ করে তোলা।[১৩]

ভাষাবিজড়নের উদ্ভবে অভিভাবকদের সচেতনতা ক্রিয়াশীল থাকলেও এর উদ্ভবে পরোক্ষভাবে কাজ করেছে একটি আইন। ১৯৬৯ সালে কানাডায় অফিসিয়াল লেঙ্গুয়েজ এ্যাক্ট (Official Language Act) নামে একটি আইন প্রবর্তিত হয়। এ আইনের মাধ্যমে সরকারিভাবে দ্বিভাষিকতাকে (Bilingualism) স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ আইনের মাধ্যমে ফরাসি ভাষা ইংরেজি ভাষার মতো সমান অধিকার ও মর্যাদা লাভ করে। ফরাসি ভাষা কানাডার সংসদ (Parliment) এবং সরকারি সকল পর্যায়ে ব্যবহৃত হওয়ার অধিকার লাভ করে। ফলশ্রুতিতে সরকারি সকল ক্ষেত্রে দু'টি ভাষাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং এ দু'টি ভাষার সম অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে সরকারি তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এ আইনের ফলে ইংরেজিভাষী অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের ফরাসি ভাষা জ্ঞান নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কেননা, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বারো বছর বিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষা শেখার পরও শিক্ষার্থীদের ফরাসি ভাষা জ্ঞান সন্তোষজনক ছিল না। ফরাসি ভাষার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের কারণে ইংরেজিভাষী অভিভাবকেরা দ্বিভাষিকতার প্রয়োজনীয়তা এবং ফরাসি ভাষা শিক্ষাদানের বিরাজমান পদ্ধতির অকার্যকারিতা উপলব্ধি করেন। এ উপলব্ধির কারণে অভিভাবকেরা কার্যকরভাবে ফরাসি ভাষা শিক্ষদানের লক্ষে বিকল্প পন্থা বিবেচনার জন্যে আন্দোলন শুরু করেন। অভিভাবকদের এ আন্দোলন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নব ধারার সংযোজন করে যা ভাষাবিজড়ন বা 'Immersion' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৪]

ভাষাবিজড়নের তত্ত্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সোয়েন (Swain) এবং জেনিসি (Genesee)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া লেস্টার (Lyster), লেমবার্ট (Lambert), টাকার (Tucker), শেপসন (Shapson) প্রমুখের গবেষণালব্ধ অনুসন্ধান ভাষাবিজড়নের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। কানাডায় ভাষাবিজড়ন প্রবর্তিত হবার পর এ দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ব্যাপক গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়েছে এবং এসব গবেষণায় ভাষাবিজড়নের প্রতি ইতিবাচক ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে। অধিকন্তু এসব গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষার্থীরা ভাষাবিজড়নের মাধ্যমে তাদের দ্বিতীয়ভাষায় (ফরাসি) উচ্চ স্তরের দক্ষতা (High Levels of Proficiency) অর্জন করেছে, তাদের প্রথমভাষা (ইংরেজি) জ্ঞানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়সমূহ বুঝতেও তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না এবং ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি (Culture)-এর প্রতি

শিক্ষার্থীদের মনোভঙ্গি (Attitudes) ইতিবাচক।[১৫] উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের পরিসংখ্যান মতে কানাডাতে ৩ লক্ষ শিক্ষার্থী ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষা অর্জন করেছে।[১৬]

কানাডায় ভাষাবিজড়নের ব্যাপক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার কারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীর প্রচলন করা হয়েছে। যেমন, ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫টি অঙ্গরাজ্যে ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী চালু রয়েছে। অধিকন্তু সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী ক্রিয়াশীল রয়েছে। মূলত শিক্ষার্থীর বয়স এবং দ্বিতীয়ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের মোট সময়ের কারণে ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী বিভিন্ন রকমের রূপ (Form) লাভ করেছে।[১৭]

ভাষাবিজড়ন: প্রকারভেদ

মূলত দু'টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীর (Immersion Programme) শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। প্রথমত, পাঠক্রম (Curriculum) -এ তুলনামূলকভাবে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারের অনুপাতিক হরের উপরে ভিত্তি করে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার কোন্ স্তরে (Grade Level) ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী শুরু করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে।[১৮]

পাঠ্য বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারের আনুপাতিক হারের উপর ভিত্তি করে ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়।[১৯] যথা, সম্পূর্ণ ভাষাবিজড়ন (Total Immersion) এবং আংশিক ভাষাবিজড়ন (Partial Immersion)। সম্পূর্ণ ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীতে পাঠক্রম (Curriculum)- এর সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ভাষা ১০০% ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীতে পাঠক্রমের বিষয়াদি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ৫০% দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহার করা হলে তাকে আংশিক ভাষাবিজড়ন হিসেবে অভিহিত করা হয়। জেনিসি-র মতে কোনো শিক্ষা কার্যক্রমকে ভাষাবিজড়ন হিসেবে অভিহিত করতে হলে সে শিক্ষা ব্যবস্থায় কমপক্ষে ৫০% দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠক্রমের বিষয়াদি শিক্ষাদান করতে হবে। সোয়েন (Swain) এবং জনসন (Johnson)-এর মতে, যেসব শিক্ষা ব্যবস্থায় ৫০% এর কম দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহার করা হয় অনেক সময় সে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ভাষাবিজড়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২০]

সূচনা পর্বের উপর ভিত্তি করে ভাষাবিজড়নকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।[২১] যথা, প্রারম্ভিক ভাষাবিজড়ন (Early Immersion), মধ্য ভাষাবিজড়ন (Middle Immersion) এবং বিলম্বিত ভাষাবিজড়ন (Late Immersion)। প্রারম্ভিক ভাষাবিজড়ন কিন্ডারগার্টেন থেকে অথবা গ্রেড-১ (Grade - 1) থেকে শুরু হয়; শিক্ষার্থীর বয়স যখন পাঁচ বা ছয় বছর। প্রারম্ভিক ভাষাবিজড়ন যদি সম্পূর্ণ ভাষাবিজড়ন হয় তবে শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে দ্বিতীয় ভাষার সাক্ষরতা (Literacy) শিক্ষাদান করা হয়। পরবর্তীকালে গ্রেড-২

(Grade - 2) অথবা গ্রেড-৩ (Grade - 3)-এ প্রথম ভাষার সাক্ষরতা দান করা হয় কিন্তু প্রারম্ভিক ভাষাবিজড়ন ভাষা ব্যবহারের আনুপাতিক হারের দিক হতে যদি আংশিক ভাষাবিজড়ন শুরু হয়, তবে একইসঙ্গে প্রথম ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষার সাক্ষরতা দান শুরু হয় মধ্য ভাষাবিজড়ন শুরু হয় গ্রেড-৪ (Grade-4) অথবা গ্রেড-৫ (Grade-5)-এ, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর নয় বা দশ বছর বয়স হতে। বিলম্বিত ভাষাবিজড়নের যাত্রা শুরু হয় গ্রেড-৬,৭ অথবা ৮ হতে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর এগারো, বারো অথবা তের বছর বয়স হতে মধ্য বা বিলম্বিত ভাষাবিজড়নের শিক্ষার্থী যারা, তারা ভাষাবিজড়ন শুরু হওয়ার আগেই প্রথম ভাষায় সাক্ষরতা অর্জন করে এবং বিষয় হিসেবে দ্বিতীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এসব শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রারম্ভিক সম্পূর্ণ ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী (Early Total Immersion) কানাডা, ফিনল্যান্ড, স্পেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী। ১৯৬৫ সালে কানাডার মন্ট্রিয়ালে প্রারম্ভিক সম্পূর্ণ ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীর মধ্যে দ্বিতীয়ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে 'Early Partial Immersion Programme'-এর তুলনায় 'Early Total Immersion Programme'-এর মাধ্যমে ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে।[২২]

ভাষাবিজড়নে অনেক সময় দু'টি দ্বিতীয় ভাষা যুগপৎ ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের ভাষাবিজড়নকে দ্বৈত ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী (Double Immersion Programme) হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৩] যেমন মন্ট্রিয়ালের অনেক বিদ্যালয়ে ফরাসি ভাষায় এবং হিব্রুভাষায় ইংরেজিভাষী শিশুদের শিক্ষাদান করা হয়। অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায় হতে সমসংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ও সংখ্যালঘুদের ভাষা- উভয়ের ভাষা পাঠক্রমের বিষয়াদি শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ভাষাবিজড়নকে দ্বৈত পার্শ্বিক ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী (Two Way Immersion Programme) নামে অভিহিত করা হয়। দ্বৈত-পার্শ্বিক ভাষাবিজড়ন কর্মসূচী, দ্বিভাষিক ভাষাবিজড়ন (Bilingual Immersion) বা দ্বৈত-পার্শ্বিক দ্বিভাষিক কর্মসূচী (Two Way Bilingual Programme) নামেও পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমে স্প্যানিশভাষী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্যে স্প্যানিশ ভাষা ও ইংরেজি ভাষা, ভাষাবিজড়নের ভাষা (Immersion Language) হিসেবে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত হয়। মাধ্যমিক উত্তর ভাষাবিজড়ন (Post Secondary Immersion) নামে আরেক ধরনের ভাষাবিজড়ন রয়েছে যা উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দানের জন্যে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হলে অনেক সময় শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় ভাষা শেখার প্রয়োজন হতে পারে এবং এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের কার্যক্রমকে মাধ্যমিক উত্তর ভাষাবিজরন কর্মসূচী (Post Secondary Immersion Programme) নামে অভিহিত করা হয়।[২৪]

ভাষাবিজড়ন: উদ্ভব পরিস্থিতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কানাডাতে সংখ্যালঘুদের ভাষা (ফরাসি) শেখার প্রয়োজনীয়তা থেকে ভাষাবিজড়নের উদ্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে ভাষাবিজড়নের সূচনা হয়েছে। সোয়েন এবং জনসন ভাষাবিজড়েনর উদ্ভবের চারটি পরিস্থিতি উল্লেখ করেছেন।[২৫] এ চারটি পরিস্থিতি হচ্ছে-

১. বিদেশীভাষা শেখার প্রয়োজনে ভাষাবিজড়নের উদ্ভব হতে পারে। যেমন- হাঙ্গেরিতে ভাষাবিজড়নের উদ্ভব ঘটেছে ইংরেজি শেখার জন্যে; অষ্ট্রেলিয়াতে ফরাসি, জার্মান, জাপানি, ম্যান্ডেরিয়ান (Mandarian) এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষা শেখার জন্যে ভাষাবিজড়নের উদ্ভব ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানিজ, ফরাসি ও জার্মান ভাষা শেখার জন্যে ভাষাবিজড়ন প্রচলিত হয়েছে।

২. অনেক দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু ভাষা সম্প্রদায়ের ভাষা শেখানোর জন্যে ভাষাবিজড়ন প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন, কানাডাতে ফরাসি ভাষা শেখানোর জন্যে, ফিনল্যান্ডে সুইডিস ভাষা শেখানোর জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্প্যানিশ ভাষা শেখার জন্যে ভাষাবিজড়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কানাডাতে ফরাসি, ফিনল্যান্ডে সুইডিস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্প্যানিশ ভাষা সংখ্যালঘুদের ভাষা।

৩. ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার্থে কোনো ভাষাকে সমর্থন করার লক্ষে এবং ভাষার পুনরুত্থানের জন্যেও অনেক সময় ভাষাবিজড়নের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, এ লক্ষে স্পেনে ক্যাটালেন (Catalan) ভাষা এবং বাস্কীয় (Basque) ভাষা শেখার জন্যে: ওয়েলস (Wales)- এ ওয়েলশ (Welsh) ভাষা শেখানোর জন্যে, কানাডায় উকরোনিয়ান (Ukrainian) ভাষা শেখানোর জন্যে ভাষাবিজড়ন পরিলক্ষিত হয়। এ লক্ষেই স্বদেশীভাষা (Indigenous language) হিসেবে কানাডায় মোহক (Mohawk) ও ক্রে (Cree), নিউজিল্যান্ডে মওরী (Maori) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই অঙ্গরাজ্যে হাওয়াইয়ান (Hawaiian) ভাষা, ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শেখানো হয়।

৪. ক্ষমতার ভাষা (Language of Power) শিক্ষাদানের জন্যেও অনেক সময় ভাষাবিজড়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ক্ষমতার ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যেই হংকং, সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্যে ভাষাবিজড়ন বিদ্যমান রয়েছে।

ভাষাবিজড়ন: সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা বিষয় হিসেবে দ্বিতীয় ভাষা শেখে তাদের তুলনায় যারা ভাষাবিজড়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাষা শেখে, তারা দ্বিতীয় ভাষায় অধিকতর দক্ষতা অর্জন করে।[২৬] অর্থাৎ ভাষাবিজড়নের মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাষা শিখলে দ্বিতীয় ভাষায়

অধিকতর দক্ষতা অর্জন করা যায়। হারলে (Harley), কিউমিনস (Cummins), সোয়েন (Swain) এবং এ্যালেন (Allen) উল্লেখ করেছেন যে, শোনা (Listening) এবং পড়া (Reading) এ দু'টি দক্ষতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ভাষাবিজড়ন শিক্ষার্থীদের ভাষা-উপলব্ধি-দক্ষতা (Comprehension skill) প্রায় স্থানিকসম (Native-like), এসব শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ভাষায় যথেষ্ট দ্রুততা (Fluency) বিদ্যমান এবং তারা দ্বিতীয় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু ব্যাকরণগত শুদ্ধতা (Grammatical Accuracy), শব্দগত বৈচিত্র্য (Lexical Variety) এবং সমাজভাষিক যথার্থতা (Sociolinguistic Appropriateness) এসবের দিক হতে ভাষাবিজড়নের শিক্ষার্থীরা অস্থানিকসম (Non-native-like) বিবেচিত হয়ে থাকে।[২৭]

জেনিসি (Genesee) সমাজ-মনোবৈজ্ঞানিক (Social psychological) দৃষ্টিকোণ হতে ভাষাবিজড়ন (Immersion) এবং অভাষাবিজড়ন (Non-Immersion) শিক্ষার্থীদের উপর পরিচালিত গবেষণাসমূহ সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে, ভাষাবিজড়নের শিক্ষার্থীদের স্বীয় জাতিতাত্ত্বিক (Ethnic) ধারণা এবং প্রথম ভাষা ও প্রথম ভাষার সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা ইতিবাচক। অধিকন্তু, ভাষাবিজড়নের শিক্ষার্থীরা অভাষাবিজড়নের শিক্ষার্থীদের তুলনায় লক্ষভাষা (Target Language) ও সংস্কৃতির প্রতি অপেক্ষাকৃত কম সামাজিক দূরত্ব অনুভব করে এবং অধিকতর ইতিবাচক মনোভঙ্গি (Positive attitudes) ধারণ করে।[২৮]

ভাষাবিজড়ন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর সফলতা লাভ করায় এ পদ্ধতি শিক্ষক, শিক্ষানীতি নির্ধারক, অভিভাবক এবং ভাষাবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সফলতা লাভ করলেও 'ভাষাবিজড়ন' সমালোচিতও হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন ভাষাবিজড়নের মাধ্যমে অর্জিত দ্বিতীয় ভাষা জ্ঞান শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষেই কার্যকর। বাস্তব জীবনে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাবিজড়নের মাধ্যমে অর্জিত দ্বিতীয় ভাষা জ্ঞান শিক্ষার্থীদের তেমন কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে না। অধিকন্তু, ভাষাবিজড়ন বিরোধীদের মতে এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ভাষায় স্থানিকসম ভাষা দক্ষতা (Native-like-proficiency) লাভ করতে পারে না।[২৯] ভাষাবিজড়নের এ সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হারলে এবং অন্যান্যদের গবেষণায় দেখা গেছে, ভাষাবিজড়নের শিক্ষার্থীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানিকসম ভাষা দক্ষতা (Native-like-proficiency) অর্জন করতে পারে।[৩০] আর সামাজিক যোগাযোগের ঘাটতি পূরণের জন্যে ভাষাবিজড়ন কর্মসূচীতে ভাষার প্রয়োগগত আলোচনা (Pragmatics) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, ভাষাবিজড়ন ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি। বাংলাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষাবিজড়ন শিক্ষা ব্যবস্থা (Immersion

Education Programme) প্রচলিত রয়েছে। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষাবিজড়ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কতখানি সচেতনতা ও পরিকল্পনা বিদ্যমান তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ভাষাবিজড়ন সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিগত রূপ লাভ করেনি। এক্ষেত্রে ভাষাবিজড়ন বাংলাদেশে দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। এজন্যে ভাষাবিজড়নের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাষাবিজড়ন কার্যক্রমের বর্ণনা-বিশ্লেষণ-গবেষণা তথা চর্চা হওয়া প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশ:

১. S. Biswas. Samsad English - Bengali Dectionary (5th ed). Calcutta: Sahitya Samsad. 1980. P.540

২. M. Swain. French Immersion Research in Canada: Recent Contribution to SLA and Applied Linguistics. Annual Review of Applied Linguistics. 20. 199-212. 2000

৩. D. Crystal. An Encyclopedic Dictionary of Language & Languages. London. 1994. Penguin. P.182

৪. J. Richards et al.. Longman Dictionary of Applied Linguistics. Essex. 1985. Longman Group Limited. P.174

৫. R. Lyster. Immersion. in B. Spolsky (ed.) Coucise Encyclopedia of Educational Linguistics. Oxford. UK.1999. Elsevier. p.626

৬. D. Crystal. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge.1987. Cambridge University Press. p.367

৭. M. Swin. French Immersion Research in Canada: Recent Contributions to SLA and Applied Linguistics. Annual Review of Applied Lingusitics. 20. 199-212. 2000.

৮. D. Crystal. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge.1987. Cambridge University Press. p.367

৯. R. Lyster. Immersion. in B.Spolsky (ed.). Concise Encyclopedia of Educational Lingusisics. Oxford. UK. 1999. Elsevier. p.626

১০. প্রাগুক্ত, p.627

১১. প্রাগুক্ত, p.626

১২. Z. Dornyei. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge. 2001. Cambridge University Press. p.15

১৩. D. Crystal. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge. 1987. Cambridge University Prss. p.367

১৪. E. M. Day & S. M. Shapson. Studies in Immersion Education. Clevedon. UK. 1996. Multilingual Matters Ltd. p.1

১৫. প্রাগুক্ত p. 2

১৬. M.Swain. French Immersion Research in Canada: Recent contributions to SLA and Applied Linguistics. Annual Review of Applied Linguistics. 20.199-212. 2000.

১৭. E. M. Day & S. M. Shapson. Studies in Immersion Educaton. Clevedon. UK. 1996. Multilingual Matters Ltd. p.2
১৮. R.Lyster. Immersion. in B.Spolsky (ed.) Concise Encyclopedia of Educational Linguistics. Oxford. UK. 1999. Elesvier. p.627
১৯. প্রাগুক্ত
২০. প্রাগুক্ত
২১. প্রাগুক্ত
২২. প্রাগুক্ত
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭-২৮
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৮
২৭. প্রাগুক্ত
২৮. প্রাগুক্ত
২৯. D. Crystal. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge. 1987. Cambridge University Press. p. 367
৩০. R. Lyster. Immersion. in B.Spoolsky (ed.) Concise Encyclopedia of Educational Linguistics. Oxford. UK. 1999. Elsevier. p.628